REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৸০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র ইনজেক্সনের জন্য "সিংহ-সলিউসন" এক মাত্রার ছয় শিশি ১॥০ দেড় টাকা, দুই মাত্রার ছয় শিশি ২॥০ আড়াই টাকা।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী।

১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১০ই ভাদ্র বুধবার ১৩৩২ ইংরাজী 26th August 1925 | ১৯শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-[illegible]-ন
চুলকে [illegible]

কে-শ-র[illegible]
কেশ পতন বন্ধ[illegible]।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১॥০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ॥৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১০ই ভাদ্র বুধবার ১৩৩২ সাল।

স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী খুন।

মহম্মদ আক্রালী ও তাহার স্ত্রী সারা বাইয়ের মধ্যে সর্ব্বদা কলহ হইত। স্বামীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া সারা বাই সম্প্রতি বিবাহ-ভঙ্গ করিয়া একখানা কুঁড়ে ভাড়া করিয়া একা বাস করিতে থাকে। বিচ্ছেদের পূর্ব্বে সারা বাইয়ের নিকট মহম্মদ ৬০৲ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল। সারা বাই চলিয়া যাইবার পর মহম্মদ টাকা ফিরাইয়া চাহে। সারা বাই টাকা ফিরাইয়া দেয় না। ইহাতে ঝগড়া হওয়ায় মহম্মদ ক্রোধান্বিত হইয়া একখানা ছোরা লইয়া সারা বাইকে আঘাত করে। সারা বাই তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যায়। রক্ত দেখিয়া মহম্মদ ভয় পায় এবং পলাইতে চেষ্টা করে। পথের লোক তাহাকে ধরিয়া ফেলে, এবং সারা বাইকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালীন এজাহারে সে সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছে আসামীও অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

দেশবন্ধুর আবাস।

দেশ বন্ধুর আবাস ঋণের দায়ে বন্ধক ছিল, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। ঐ ঋণের সুদ প্রতিমাসে বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া স্মৃতিভাণ্ডারের ট্রাষ্টিগণ ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ হইতে ঋণ পরিশোধ করিয়া দেশবন্ধুর বাস-ভবনের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন। যখন স্মৃতি ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ হইতে অগ্রে ঋণ পরি-শোধই করিতে হইবে, তখন অকারণে সেই ঋণ ফেলিয়া রাখিয়া সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নহে। সার রাজেন্দ্রনাথ সুতীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিষয়ীর মতই পরামর্শ দিয়াছেন। গত ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত দেশবন্ধুর স্মৃতি-ভাণ্ডারে ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও তিন লক্ষ বাইশ হাজার টাকা তুলিতে হইবে, অথচ আগষ্ট মাসের আর দশ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। বাঙ্গালী কি এই কয়দিনের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা তুলিয়া দশ লক্ষ পূর্ণ করিতে পারিবে না? না পারিলে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা।

পাটের বাজার।

এ বৎসর বঙ্গদেশে যে পাট জন্মিয়াছে, তাহাতে আটত্রিশ লক্ষ গাঁট পাট হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করেন। কিন্তু ইতো মধ্যেই ইউরোপের পাট ব্যবসায়ীরা চল্লিশ লক্ষ গাঁট পাট ক্রয় করিবার জন্য চুক্তি করিয়াছেন। অর্থাৎ এ দেশে যত পাট উৎপন্ন হইবে, তাহার সমস্ত ইউরোপে রপ্তানি করিলেও চুক্তি পূর্ণ হইবে না। তাহার উপর এ দেশের পাটের কল সমূহেও প্রচুর পাটের আবশ্যক হইবে। সুতরাং এ বৎসর পাটের দর অত্যন্ত অধিক হইবারই সম্ভাবনা। গত বৎসর ভাল পাট জন্মায় নাই বলিয়া এ দেশের কল সমূহেও পুরাতন পাট আর সঞ্চিত নাই। অতএব কি এদেশে, আর কি ইউরোপে, সর্ব্বত্রই পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। কৃষকেরা যদি এখন পাট বিক্রয় না করিয়া কিছু দিন ধরিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা পাট বিক্রয় করি[illegible] প্রচুর লাভবান হইতে পারিবে।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আত্মহত্যার চেষ্টা।

দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারভাঙ্গার কিংসপার্ক ফণ্ডের টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে রাঁচীর দায়রা জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। জুরীগণ একবাক্যে আসামী[illegible] নির্দ্দোষ বলেন। জজ সাহেবের [illegible]ক্য হওয়ায় মামলাটা হাইকোর্টে [illegible]ইয়াছিল। ইতিমধ্যে আসামী [illegible]ত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই [illegible]রাধের জন্য আসামীর বিরুদ্ধে আর এক দফা মামলা রুজু হইয়াছে।

হারের বদলে গলায় দড়ি দেওয়া।

গত মঙ্গলবার রাত্রিতে মুচিপাড়া থানার এলাকাধীন হাড়কাটা গলির এক পতিতার চীৎকারে লোক জড় হয় এবং অমরচরণ দে গ্রেপ্তার হয়। পতিতা বলে, আসামী তাহাকে বলে যে সে তাহাকে দিবে বলিয়া একছড়া সোনার হার আনিয়াছে। সে ঐ হার তাহার গলায় পরাইয়া দিতে বলিলে, আসামী তাহার পকেট হইতে একগাছা শক্ত দড়ি বাহির করিয়া তাহার গলায় উহা পরাইয়া দিয়া তাহাকে ফাঁসি দিয়া মারিবার চেষ্টা করে। ইহাতে স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিয়া উঠে। আসামী তখন পলাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবেশীরা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে স্ত্রীলোকটির গায়ের গহনার জন্যই তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

পল্লী-রক্ষী দল।

১৯২৪ সালের পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে কয়েক স্থানে পল্লী-রক্ষী নামে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে একটা অনুযোগ ছিল যে জনসাধারণ পুলিশের সহায়তা করে না বলিয়া পুলিশ অনেক সময় ডাকাতদের ধরিতে পারে না। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে পল্লী-রক্ষী সমিতি গঠিত হওয়ায় অনেক সুবিধা হইয়াছে। একদলে ২৪ পরগণাতেই এই আলোচ্য বর্ষে (১৯২৪ সালে) পল্লী-রক্ষী সংখ্যা ১৩৪এ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে ছিল মাত্র ২৯। পল্লী-রক্ষী দল সকল অনেক ভাল কাজ করিয়াছে বলিয়া রিপোর্টে প্রকাশ। গবর্ণমেণ্ট এই পল্লী-রক্ষী সমিতি গঠনে উৎসাহ দিয়াছেন অনেক স্থলে পল্লী-রক্ষী দল ডাকাতদের সহিত লড়াই করিয়া তাহাদের কোন কোন লোককে জখম করিয়া ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালার প্রতি পল্লীতে এই ধরণের পল্লীরক্ষীদল স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজেরা সজাগ হইলে, এবং গ্রামের দুষ্ট বদমায়েসদের দমনে বদ্ধপরিকর হইলে, পুলিশ দুষ্ট দমনে অনেক সহায়তা পায় এবং প্রকৃত দোষীর সাজা সম্ভব হয়।

সর্ব্বোপরি আত্মরক্ষার জন্য গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার মধ্যেই সত্যকার স্বরাজের বীজ নিহিত আছে। তারপর পুলিশ কিছু সব সময় উপস্থিত থাকিয়া গ্রামের ডাকাতি দমন করিতে পারে না। ডাকাতি হইয়া গেলে পর খবর পাইয়া তাহারা কেবল তদন্ত করিতে পারে। কিন্তু গ্রামবাসীরা সজাগ ও সংঘবদ্ধ হইলে, দেখা গিয়াছে, অনেক স্থলে ডাকাতদের বাধা দিতে পারিয়াছে, ডাকাতদের দুই একজনকে ধৃত করিতেও পারিয়াছে। এই সেদিনও গ্রামবাসীরা এক ডাকাতদলকে ঘেরাও করিয়া লড়াই করিয়াছে, লুণ্ঠন হইতে গ্রামের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছে। কেবল ধনরক্ষাই নহে এই সংঘবদ্ধ গ্রামবাসীরা গুণ্ডা বদমায়েসের হাত হইতেও নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে। আমরা আশা করি ২৪ পরগণা পল্লী-রক্ষা সমিতির অনুকরণে সমগ্র বাঙ্গালায় ঐরূপ সমিতি গঠিত হইবে। তবে ডাকাতদের সম্মুখীন হওয়ার নিমিত্ত পল্লী-রক্ষী দলের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। গবর্ণমেণ্ট প্রতি সমিতির জিম্মায় দুই একটী করিয়া বন্দুক রাখিবার বিশেষ অনুমতি দিলে পল্লীরক্ষীদলের কার্য্যকারিতা বিশেষ শসস্ত্র ডাকাতদলের সম্মুখীন হইতে হইলে বৃদ্ধি পাইবে।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫।

৩৫৮ থাং ডিঃ অন্নপূর্ণা বর্ম্মণ্যা দেং তরঙ্গতারিণী রায় চৌধুরানী দাবি ৫৮৷৴০ পং নওয়ানগর মৌজে ৬৫৬নং তৌজির মহাল তরফ বিনোদনগর সামীল কিসমত বিলাকুশা ১৪৷০ কাত ৯৲ আঃ ২৫৲

৩০৫ থাং ডিঃ কাদম্বিনী গুপ্তা দিং দেং সৌরবিনী দাস্যা দাবি ২৩৲৩ মৌজে চক হেদাৎপুর ২॥০ কাত ২॥০ আঃ ১০৲

৩০৬ থাং ডিঃ ঐ দেং শিবচন্দ্র পাঁড়ে দাবি ১৪৶৩ পং রুকুনপুর মৌজে রঞ্জিতপুর ॥০ কাত ৷৴০ আঃ ৫৲

১৭৭ মনি ডিঃ সাখাদ্দি সেখ দেং হোসেনী সেখ দাবি ৫৫।/৯ পং আসদনগর মৌজে চকসাদিয়া ১১৮৩ কাত ১০৵১০ তন্মধ্যে সরিক বাদে ৩।১ পড়তা মত কাত ৩।১০ ৬.৭নং দেন্দারের অংশে আঃ ৭৫৲

চৌকী জঙ্গিপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ৯ই সেপ্‌টেম্বর ১৯২৫।

২০৮ থাং ডিঃ দিগম্বর দাস দেং কোবাদ সেখ দাবি ১২।৶৬ পং মঙ্গলপুর মৌজে উমরপুর ১।১।০ কাত ৵০ আঃ ৫৲

২২২ থাং ডিঃ ঐ দেং গুরুপদ মিস্ত্রী দাবি ৪৫৶০ পং রাজসাহী মৌজে নপাড়া ৩৮৩ কাত ৯।১০ আঃ ১০৲

২২৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ফণিভূষণ মিস্ত্রী দাবি ৫১।৩ পং রাজসাহী মৌজে নপাড়া ৪॥১ কাত ১০৮১৮ আঃ ১০৲

১৩৭ থাং ডিঃ শচিন্দ্র নাথ-রায় দিং দেং গোবর্দ্ধন মোমিন দিং দাবি ৫৪৮৵৬ মৌজে শিবতলা ২১ ডিসেমল ॥২৮০ কাত ৫।৵০ আঃ ১০৲

২১৯ থাং ডিঃ বিনয় কুমার চৌধুরী দিং দেং মোহিনী মোহন দাস দিং দাবি ১১২।/৯ পং নওয়ানগর মৌজে কৈয়র ২৪॥২ কাত ৪৫/১৭॥ আঃ ২০০৲

৩০৪ মনি ডিঃ মেহের সেখ দেং ইজাদ্দি সেখ দাবি ১৯৬৮/০ মৌজে ভবানীপুর ১৩ শতক কাত ২॥/০ জমার অন্তর্গত আঃ ২৫৲

৩৩২ রেহাণ ডিঃ কুরাণচন্দ্র সিংহ দেং অভিষ্ট সর্দ্দার দাবি ২৮০।৵৬ পং রাজসাহী মৌজে ফুলন্দর ১৫।২।০ কাত ২১৶৮ জমার সামিল ৪৮১।০ কাত ৮॥/১০ জমার অন্তর্গত ৪।১ জমি আঃ ১০০৲

রঘুনাথগঞ্জ সদর রাস্তার ধারের কাঁচা বাড়ী ও তাহার অধিনে পুষ্করিণী থড়ের জমি ইত্যাদি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

রঘুনাথগঞ্জ মধ্যে মৌজে বাসুদেবপুরের সামিল জমিদার নিত্যকালী দাসী দিং অধীনে ১১/॥০ বিঘা জমির কাত সালিয়ানা ১৪॥০ টাকা জমায় আমার যে এক মোকররী জোত আছে ঐ জোতের অধিনে নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি উচিত মূল্যে বিক্রয় করিব। ক্রেতাগণ মূল্য নির্দ্ধারণ জন্য আমার সহিত কথাবার্ত্তা করিতে পারেন।

১। সদর রাস্তার ধারে জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির ৫নং ওয়ার্ড দরবেশপাড়ায় কাঁচা মাটিকোঠার ঘর মায় তলস্থ জমি আন্দাজ /২ দুই কাঠা।

ঐ বাড়ীতে মৃত গোবিন্দ দাসের স্ত্রী গোলাবসুন্দরী দাসী সালিয়ানা ৩॥০ টাকা খাজানা আদায়ে কোর্ফা সুত্রে ৫.৬ বৎসর যাবৎ বসবাস করিতেছে।

২। ৺ইন্দ্র বাবু উকিলের বাগানের ও পুষ্করিণীর পশ্চিম লাগা থড়ের জমি আন্দাজ ৬/ বিঘা ও তদুপরিস্থিত বাবলা গাছ ছোট বড় ৪০টি ও কুলের চারা ইত্যাদি।

৩। ৺মানিক ঘোষ দিং বাটির নীচের পুষ্করিণীর ⅓ অংশ। ⅔ অংশের মালিক বাবু রামতারণ ঘোষাল দিং

৪। মুশলমান পাড়ার মসজিদের পশ্চিমে জোলার মধ্যে আন্দাজ ১॥০ দেড় বিঘা উৎকৃষ্ট চৈতালি জমি যাহা ২।০ টাকা খাজানায় রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী উপেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার কোর্ফা সুত্রে আজ ৪।৫ বৎসর যাবৎ দখলিকার আছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
সাং রঘুনাথগঞ্জ।

রঘুনাথগঞ্জে পোক্তা বাটী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন

আমার মুনিব মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ এর স্বত্ব দখলি রঘুনাথগঞ্জস্থিত পোক্তা দোতালা বাটী যাহা মৃত উকীল বাবু ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণ লাগা হয়। ঐ বাটী উচিত মূল্যে আমার উক্ত মুনিব কোম্পানী বিক্রয় করার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে উক্ত বাটী ক্রয়েচ্ছুগণ মধ্যে যিনি যে মূল্যে ক্রয় করিতে পারেন আগামী ১০ই সেপটেম্বর তারিখের মধ্যে আমাকে জানাইলে বিক্রয়ের উচিত ব্যবস্থা করিতে পারি। ইতি—

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ।)

খেতে কোন হাঙ্গামা নাই

অনুপান—গরম দুধ; অভাবে গরম জল।

মাত্রা — পূর্ণবয়স্কের এক দাগ, ৬ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ দাগ, অনূন বয়স্কের ৫.৭ বিন্দু হইতে সিকি দাগ।

ব্যবহার বিধি — কালেস ও বৈকালে এক দাগ করিয়া সুরবল্লী কষায় এক ছটাক আন্দাজ গরম দুধ ঠাণ্ডা করিয়া ঐ দুধের সহিত খাইতে হয়। দুধ অভাবে গরম জল ব্যবহার করা চলে।

পথ্যাপথ্য — পুরাতন চালের ভাত, কিম্বা রুটী বা লুচি এবং ছোট মাছ; মুগ, ছোলা বা অড়হর ডাল; পটল, আলু, বেগুণ, ডুমুর, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, কাঁঠাল বিচি, কাঁকুড়, থোড়, মোচা, ওল, মা এঁচোড়, মটরশুটি, কপি প্রভৃতির ব্যঞ্জন সুপথ্য। তৈলপক্ক ব্যঞ্জন অপেক্ষা ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন; সাধারণ নুনের পরিবর্ত্তে সৈন্ধব নুন; অল্প মিষ্টে প্রস্তুত সকল রকম ঘৃতপক্ক খাবার—লুচি, মোহনভোগ, গজা, মেঠাই, মাখন, মিছরি, বেদানা, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, আঙ্গুর, খোবানী, এবং সুপক্ক কল আম, পানিফল, ইত্যাদি বিশেষ উপকারী।

সাধারণ নিয়ম — প্রয়োজন মত গরম জলে স্নান করা। গায়ে একটী জামা সর্ব্বদা রাখিলে ভাল হয়। সর্ব্বদা [illegible] পরিচ্ছন্ন ও প্রফুল্লচিত্তে থাকা, কোষ্ঠ পারষ্কার রাখা ও সুনিদ্রার প্রতি দৃষ্টি রাখা

নিষিদ্ধ — [illegible] পালনোপযোগী নিয়মাদি সুরবল্লী কষায় ব্যবহার-বিধি পুস্তকে বিস্তারিত লেখা [illegible]

সুরবল্লী কষায়

সেবনে বাত, সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টি ও চর্ম্মরোগ, যাবতীয় দুষ্টক্ষত, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

উদ্ভিজ্জ দ্রব্যে প্রস্তুত, খাইতে সুস্বাদু। সকল বয়সে এবং সকল ঋতুতে নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

—এক শিশি ১॥০ টাকা—ডাকমাশুল ৸/০ আনা—

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট
—কলিকাতা—

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

বিজলী।

সাপ্তাহিক পত্রিকা

প্রবন্ধ গৌরবে, গল্প সম্পদে ও সাময়িক আলোচনায় 'বিজলী' বর্ত্তমানে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক। বার্ষিক মূল্য ৩।০ আনা নিম্ন ঠিকানায় টাকা মনি-অর্ডার করুন।

ম্যানেজার— 'বিজলী'
১৪এ, শরৎ ঘোষের ষ্ট্রীট
হটালি, কলিকাতা

কয়েকটী অতুলনীয়

মহৌষধ।

মনি তৈল—কেশ ব্যাধির জন্য।

বাতগজকেশরী তৈল—বাতের জন্য।

কর্ণ তৈল—কর্ণ ব্যাধির জন্য।

বাজীকরণ তৈল—গোপনস্থানের দোষের জন্য।

মনি মলম—দাদের জন্য।

শ্বেতকুষ্ঠ গুটিকা—শ্বেতকুষ্ঠের জন্য।

আমাদের বহিঃপ্রয়োগের ও সেবনের ঔষধাবলী অত্যন্ত ফলপ্রদ ও ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ষ্ট্রেইট্ সেটেল্‌মেণ্ট প্রভৃতি স্থানের প্রতি গৃহের ঔষধ ভাবে সুপরিচিত। এই ঔষধ সমূহের একটী তালিকার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় এক খানা কার্ড লিখুন।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকা[illegible]

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৸৴৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৴৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দুরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ৷৶৹ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অাত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা।ঃ— মূল্য ৷৶৹

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।ঃ—

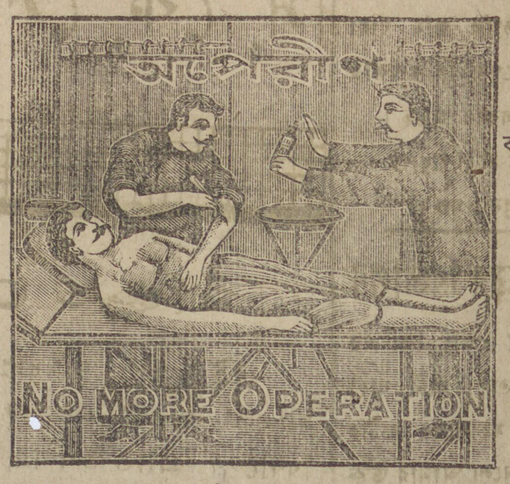

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৹ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ৷৶৹ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

৪নং। একজিন ঃ—একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ৷৹ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।